যায়যায়দিন

তারিখ ... JUL ... 2006 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬ ...

জটিল হচ্ছে পরিস্থিতি

রাজধানীর নামি স্কুলগুলোও ধর্মঘটে ঢুকে যাচ্ছে

যাযাদি রিপোর্ট

ক্রমেই জটিল হয়ে যাচ্ছে চলমান শিক্ষক ধর্মঘট পরিস্থিতি। এর জন্য দায়ী সরকারের 'ধীরে চলো' নীতি। রাজধানীর নামিদামি স্কুলগুলোও দুই একটি করে ঢুকে যাচ্ছে ধর্মঘটে। এ অবস্থায় এক কোটি শিক্ষার্থী এখন তাকিয়ে আছে সরকারের সিদ্ধান্তের দিকে।

বেতনের সরকারি অংশ ১০ ভাগ বাড়িয়ে শতভাগ নেয়ার দাবিতে শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলনের কারণে এক সপ্তাহ ধরে অচল বিরাজ করছে বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোয়। প্রথমদিকে শুধু [illegible]

রাজধানার নাাম স্কুলগুলোও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট হলেও এখন ঢাকার নামিদামি স্কুলও আন্দোলনে জড়িয়ে যাচ্ছে। গতকাল উদয়ন স্কুলে ধর্মঘট হয়েছে। আগের দিন অগ্রণী গার্লস স্কুল শিক্ষকদের আন্দোলনে সাড়া দিয়ে ক্লাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

ধর্মঘটের পাশাপাশি শিক্ষকদের মোর্চাগুলো এখন বিভিন্ন কর্মসূচিও পালন করবে। জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ এবং জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট (শরিফুল ইসলাম) একসঙ্গে কর্মসূচি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গতকাল দুই মোর্চার মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট (সেলিম ভূঁইয়া) আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত রাজধানীর জিরো পয়েন্ট থেকে প্রেস ক্লাব পর্যন্ত মানববন্ধন করবে। আগামী ১৬ জুলাই জোটের ঢাকা অঞ্চলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার কাছে স্মারকলিপি দেয়া হবে।

এদিকে গত মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রীর দেয়া বক্তব্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত শিক্ষক নেতারা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। প্রফেসর শরীফুল ইসলাম-এর নেতৃত্বাধীন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান যায়যায়দিনকে বলেছেন, শিক্ষকদের দাবিকে শিক্ষামন্ত্রী যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা ঠিক নয়। একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে মন্ত্রী দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বলেছেন।

শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের অপর অংশের যায়যায়দিনকে বলেন, ১০০ ভাগ বেতন দেয় সুস্পষ্ট ঘোষণা ছাড়া কোনো অবস্থা শিক্ষকরা এবার রাজপথ ছাড়বেন না।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট গতকাল এ প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'পর্যায়ক্রমে দা বাস্তবায়ন করা হবে' বলে শিক্ষামন্ত্রী যে বক্ত দিয়েছেন তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ফ্রন্টের প থেকে গতকাল পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযা দেশের সব জেলা-উপজেলায় বেসরকা স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীরা বিক্ষোভ মিছি এবং সমাবেশ করেছেন বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জানানো হয়েছে।

১০ ভাগ বেতনভাতা বাড়ানোর দাবিসহ ১ দফা দাবিতে গতকাল মুক্তাঙ্গণে সমাবেশ বিক্ষোভ মিছিল করেছে কারিগরি কলে শিক্ষক সমিতি (বাকাকশিস)। সমাবে বাকাকশিস সভাপতি এমএ সাত্তার কারিগ শিক্ষা খাতে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ দি দেশের জনসংখ্যাকে দক্ষ মানব সম্প রূপান্তর করে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করা জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। জাতী শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কা কাজী ফারুক আহম্মেদ সমাবেশে এ একাত্মতা প্রকাশ করেন। এদিকে যায়যায়দি মঙ্গলবার প্রকাশিত শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য প্রতিবাদ করে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটে প্রধান সমন্বয়কারী সেলিম ভূঁইয়া গতকাল এব প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, তার শিক্ষা জীবনে তিনটি তৃতীয় বিভাগ থাকার কথা ব প্রতিমন্ত্রী তাকে হেয় করার চেষ্টা করেছেন এতে করে প্রতিমন্ত্রী নিজে এবং শিক্ষক সমাজ